অঙ্কুশ

লিটল পিকচার্সের নিবেদন

লিট্‌ল পিক্‌চারস্‌-এর নিবেদন :

"অঙ্কুশ"

কাহিনী ও সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচালনা : তপন সিংহ

চিত্রনাট্য : তপন সিংহ ও বলীন সোম

সংগীত পরিচালনা : কালীপদ সেন
গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
নৃত্য পরিচালনা : অনাদি প্রসাদ
চিত্র গ্রহণে : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহন : গৌর দাস
শিল্প নির্দ্দেশ : বিজয় বোস
সম্পাদনা : রবি সেন
স্থির চিত্র : বি, কে, সান্যাল (ষ্টুডিও রেনেসন্স)
কর্ম্ম সচিব : শ্যাম লাহা
ব্যবস্থাপনায় : শৈলেন রায়
প্রচার পরিচালনা : ক্যাপস্‌
রূপসজ্জা : ধীরেন দত্ত
যন্ত্র সংগীত : ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা
পরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিস
রবীন্দ্র সংগীত : "আমার কণ্ঠ হতে" (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বলীন সোম ও বঞ্চিত রায়
চিত্র গ্রহণ : শান্তি গুহ, দীপক দাস : শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনায় : তরুণ দত্ত : সংগীত : বিভূতী ভূষণ হোড়
রূপসজ্জায় : প্রমথ, জামাল, : ব্যবস্থাপনায় : প্রভাত, চণ্ডী
আলোক সম্পাত : অনিল, : মন্টু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

রায় বাহাদুর শ্রীশীনরসিংহ মল্লদেব (ঝাড়গ্রাম) কুমার বিমলেশ দেব
ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট—বারিপোদা : নিউ থিয়েটার্স লিঃ
হরি সাধন দাসগুপ্ত : ক্যামেরা মেন—বিমল মুখার্জ্জি
সুধেন্দু রায় (এন টি)

ভূমিকায় :

অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, অভি ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর সেন, বলীন সোম, শ্যাম লাহা
প্রীতি মজুমদার, কালী বন্দ্যোঃ, ননী মজুমদার, সলিল দত্ত, পারিজাত বসু,
জহর রায়, বিশ্ববন্ধু সান্যাল, আশা, উষা, বাবুয়া এবং নীলবাহাদুর।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

পরিবেশক : রাণা এণ্ড দত্ত

"অঙ্কুশ"-এর কাহিনী

(সারাংশ)

সভ্যতার যে অগ্রগতি আজ মানুষের জীবনে যান্ত্রিক পরিবেশকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে, তার থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব, 'অথঃ কিম ?' যন্ত্র যে অপরাজেয়, এ উক্তি সর্ব্বান্তকরনেই স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই কারণেই গরু, ঘোড়া, উঠ এবং হাতীদের যে আমাদের আজ আর কোণ কাজেই প্রয়োজন নেই, এ যুক্তি বোধহয় সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এই একটি মাত্র কারণেই যন্ত্র ছাড়া আর যে কোন উপলক্ষ্যকে অবজ্ঞা করবার মত যথেষ্ট অধিকার আমাদের আছে কি ? প্রশ্নটা বিশেষ জটিল এবং সমস্যামূলক আর "অঙ্কুশ" কাউকে বা কোন কিছুকে হেয় প্রতিপন্ন না ক'রে এবং স্পষ্ট কোন সত্য অথবা সিদ্ধান্তকে উদ্ঘাটন না ক'রেই এই সমস্যা সমাধানের একটা পথনির্দ্দেশের চেষ্টা ক'রেছে।

মহারাজা চন্দ্র চৌধুরীর দুটি বিশেষ প্রিয় বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্র আরেকটি তাঁর স্বর্ণময় অতীতের মূর্ত্তিমান প্রতীক বুড়ো হাতী নীল বাহাদুর। ইন্দ্র আর তার সহধর্ম্মিণী ইন্দ্রানী কোলকাতায় থাকে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতি ছাত্র ইন্দ্র বর্ত্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যস্ত। এই গবেষণা শেষ হ'লে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সে একটা যুগান্তর আনবে, এ বিশ্বাস তার আছে। যে ভূমিখণ্ডের ওপরে তার পৈত্রিক সম্পত্তির খানিকটা অংশ বিদ্যমান তারই নীচে মাটির গভীরে অতীতের একটি গৌরবময় নগরীর ধ্বংসস্তূপ যে হারিয়ে আছে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। আর এই ধ্বংসাবশেষ অতীতের বৃহৎ বাঙলার লুপ্ত ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত ক'রতে যথেষ্টই সহায়তা করবে। কিন্তু সেই বিশেষ ভূমিখণ্ডটির ওপর আজ সাঁওতালদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তার পিতৃদেবের সাদর আমন্ত্রণেই তারা একদিন এখানে এসে বসবাস সুরু ক'রেছিল।

ইন্দ্র কিন্তু এই সাঁওতালদের আর হাতীটাকে বিশেষ প্রসন্ন চিত্তে সহ্য বা সমর্থন করতে রাজি হ'ল না। এই অপ্রয়োজনীয় জন্তুর দল জঙ্গলে কেন ফিরে যাচ্ছে না ? তারা ত' সভ্যতার কোন কাজেই লাগছে না। তবুও সে চুপ ক'রেই থাকে। কারণ তার পিতৃদেবের মনে সে আঘাত দিতে চায় না। হঠাৎ মহারাজা তাঁর বিরাট সম্পত্তি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারকে দান ক'রে মারা গেলেন। ইন্দ্রের এই নতুন ক্ষমতা

লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিভিষীকা ছুটো যুগ শক্তি পরীক্ষার সংগ্রামে শেষ জয়ের চেষ্টায় মুখোমুখি এসে দাঁড়াল পুরনো যুগ আর যান্ত্রিক যুগ।

আজ নীল বাহাদুর যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে সে লক্ষ্য করল তার জীবনে একটা বিরাট যুগ বদল হ'য়েছে। একটা মোটর গাড়ী আজ তার স্থান শুধু অধিকারই করেনি, অনুচরবর্গের সমস্ত দৃষ্টি আর সস্নেহ মনযোগকেও আজ যেন নিষ্ঠুরভাবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ মাহুত ছাড়া আর কেউ তাকে গ্রাহ্যও করে না। একমাত্র তার নীরব সমবেদনা আর সহানুভুতিটুকুই আজ তার মনের শান্তি এবং সান্ত্বনা। নীল বাহাদুর তবুও কোন প্রতিবাদ জানায় না। শুধু এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে যায়। ইন্দ্র চায় ঐ ভূমিখণ্ডকে সাঁওতালদের ফিরে দিতে হবে, কিন্তু সাঁওতালরা এই প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না। ফলে প্রকাশ্য দ্বন্দ বেধে উঠলো। রাগে, ক্ষোভে আর উত্তেজনায় জ্বলে উঠল ইন্দ্র আগুনের হলকার মত। সাতদিন হাতীটাকে অনাহারে রাখল। তারপর তাকে সাঁওতালদের ধানের ক্ষেতে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দিল লেলিয়ে। অকৃতজ্ঞ মানুষের অধর্ম্মের প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নীল বাহাদুর ফসল ধ্বংস করবে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাঁওতালদের কানে যথাসময়েই খবরটা পৌছল। তারা হাতীটাকে মেরে ফেলবে বলে তৈরী হয়েই ছুটে এলো। ইন্দ্রর দলের লোকরা এগিয়ে আসা সাঁওতালদের ওপর গুলি বর্ষণ সুরু করে দিল। সাঁওতালদের সর্দ্দারের একমাত্র পুত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল। ইন্দ্রানী একথা জানতে পেয়েই ছুটে এলো এই সঙ্কট থামিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। একটা তীর ছিটকে এসে বিধল তার গায়ে। ইন্দ্রানী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ইন্দ্র এবারে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়ে দিয়ে তার সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ল। ইন্দ্রানী পুরনো আর নতুনে মধ্যে একটা মীমাংসা আনতে চেয়েছিল। ইন্দ্র সাঁওতালদের তাদের অধিকৃত ভূমিখণ্ডের ওপরেই বসবাস করবার জন্যে আবেদন এবং অনুরোধ জানাল। কিন্তু নীল বাহাদুর? তাকে ত সে আজ বাঁচিয়ে রাখতে পারল না। ক্ষতবিক্ষত দেহে নীল বাহাদুর মোটর গাড়ীটার কাছে ক্ষীপ্ত হয়ে ছুটে এলো। চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল মোটর গাড়ীটাকে। তারপর নিল মৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু ইন্দ্রর গবেষণা? বাংলার লুপ্ত গৌরব কি অনাবিস্কৃতই থেকে গেল?

সঙ্গীতাংশ

সুরজ ডুবে যায়রে
ঘন আঁধার ছায়রে।
কাল নাগিনীর কাল বিষে
ধরে জ্বালা গায়রে॥
—গৌরীপ্রসন্ন।

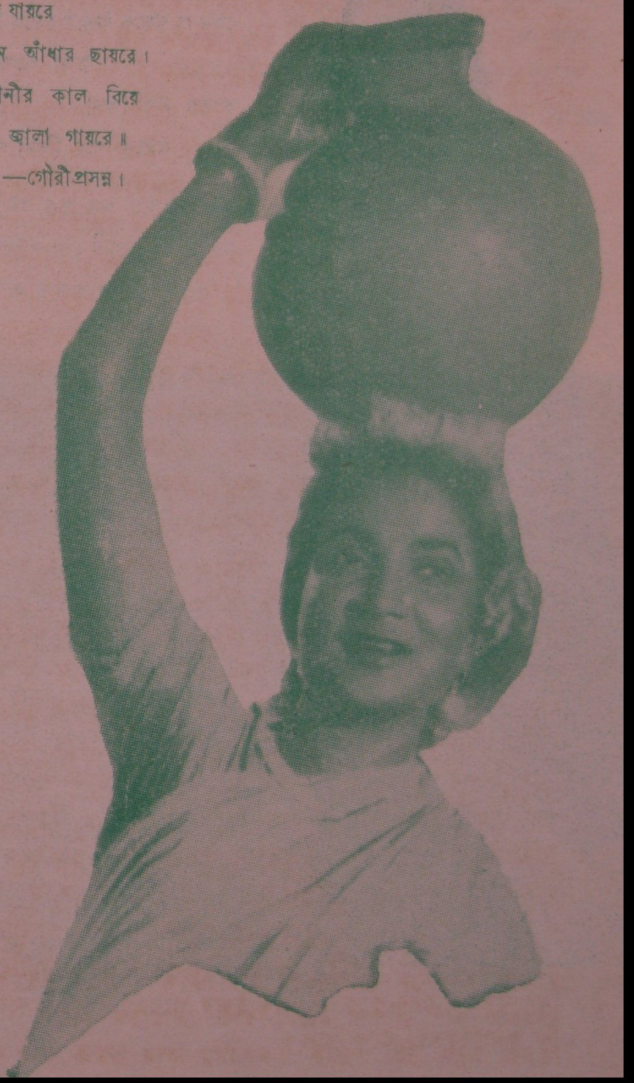

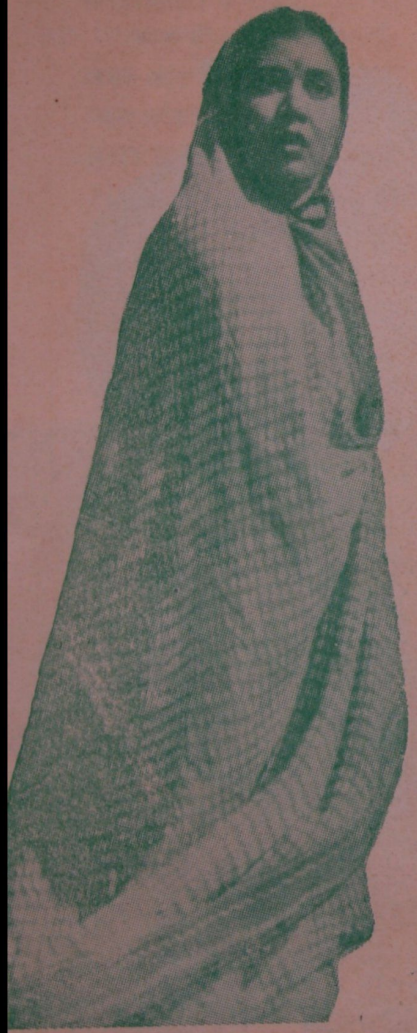

কেন যে থমকে দাঁড়াই চমকে উঠি
বাঁকা পথের ধারে,
জলকে যাব কিনা
জলকে যাব কিনা যাব ভাবি॥

বউ কথা কও, কথা কও, বউ কথা কও ডাকে।
মহুয়ার দুষ্টু নেশায় খুসি আঁখির কোণ
তবে কি এবার আমার হারিয়ে যাবে মন গো,
হারিয়ে যাবে মন।

টুক টুকে লাল লাল কৃষ্ণচূড়া ঘোমটাতে মুখ ঢাকে
জলকে যাব কিনা ; জলকে যাব কিনা যাব ভাবি
বউ কথা কও, কথা কও, বউ কথা কও ডাকে।

লাজুক বাজু ; বাজুক না' হয়
মিষ্টি মধুর সুরে
আর মেঘে যে ঐ বেলা শেষের
রং লেগেছে দূরে গো রং লেগেছে দূরে।

হলুদ গাঁদা ফোটেলো আর ফোটে শিমূল ফুল
নূপুরেয় বোলে দোলে, কানে চাঁপার দুল গো
দোলন চাঁপার লতু
একটু পরেই উঠবে যে চাঁদ
শাল পিয়ালের ফাঁকে
জলকে যাব কিনা ; যাব ভাবি
বউ কথা কও, কথা কও, বউ কথা কও ডাকে।

—গৌরীপ্রসন্ন

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল
নিল ভুলায়ে ; আমার কণ্ঠ হতে
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের
মনের কুলোয়ে ; আমার কণ্ঠ হতে
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যুঁথী বনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে যে দেয় পাখার ছায়া
ছায়া বুলোয়ে, আমার কণ্ঠ হতে

যখন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে
গভীর রাতে কি সুর লাগায়
আধো ঘুমে আধো জাগায়
আমার স্বপন মাঝে দেয় যে কি দোল
কি দোল দুলায়ে, আমার কণ্ঠ হতে
গান কে নিল, নিল ভুলায়ে
আমার কণ্ঠ হতে।

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ ঃ—

19-3-1954

আশীর্ব্বাদ

প্রযোজক ঃ এ, কে, ডি, প্রোডাক্‌সন্স

প্রধান ভূমিকায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় ঃ

রবীন মজুমদার

সহ ভূমিকায় ঃ নেপাল নাগ, বনানী চৌধুরী ও

নবাগতা গীতা সিংহ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজন সমাদৃত

পথের পাঁচালী

পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়

এক মাত্র পরিবেশক ঃ রাণা এণ্ড দত্ত

৫৬ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

রাণা এণ্ড দত্ত, ৫৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।